কারিগরী বার্তা

দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, প.ব. সরকার

'আই.সি.টি.-তে কন্যারা' - আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন

গত ২৫শে এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে 'ইনফরমেশন অ্যান্ড কম্যুনিকেশন টেকনোলজিতে কন্যারা' (ইন্টারন্যাশানাল 'গার্লস ইন আই.সি.টি.' ডে) — এই বিষয়ে আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হল রাজ্যের মহিলাদের জন্য কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। উদ্দেশ্য আই.সি.টি.- ক্ষেত্রে আরো বেশি মহিলাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। রাজ্যের বালিকা এবং যুবতীরা যাতে এই বিষয়ে পড়াশোনা করে এবং জীবিকা হিসাবে আই.সি.টি. সেক্টরকে বেছে নেয় সেই ব্যাপারে সচেতনা বৃদ্ধিতে এগিয়ে এসেছে দপ্তরের এবং ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার-এর আধিকারিকবৃন্দ। আই.সি.টি. সেক্টরে জীবিকা গ্রহণ করে কিভাবে রাজ্যের, দেশের তথা বিশ্বের নারীরা শক্তিময়ী হয়ে উঠছেন — কর্মশালার আলোচনায় তার নানান দিকে আলোকপাত করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বালিগঞ্জ এবং মহিলা পলিটেকনিক, যোধপুর পার্ক — দুই প্রতিষ্ঠানেই তিন শতাধিক ছাত্রীর সহর্ষ অংশগ্রহণে এই দিনটি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে।

মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কন্যাদের অংশগ্রহণ

মহিলা পলিটেকনিকে কন্যাদের উদ্‌যাপন

মহিলা শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কন্যাদের উদ্‌যাপন

কারিগরী বার্তা

উপদেষ্টা মণ্ডলী ঃ

প্রধান উপদেষ্টা এবং পৃষ্ঠপোষক — **শ্রী পূর্ণেন্দু বসু**
সম্মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

সভাপতি — **শ্রীমতী রোশনি সেন, আই.এ.এস.**
প্রধান সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

উপদেষ্টা — **শ্রী বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, আই.এ.এস.**
অতিরিক্ত সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী, সভাপতি
প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

শ্রীমতী মধুমিতা রায়, আই.এ.এস. (রিটায়ার্ড)
মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক, প.ব. রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ।

নোড্যাল আধিকারিক — **শ্রী সুপর্ণ কুমার রায়চৌধুরী, ডাব্লু.বি.সি.এস. (এক্সিকিউটিভ)**
যুগ্ম সচিব, কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর।

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

প্রধান সম্পাদক — **শ্রী বিপ্লব কুমার রায়,** উপ-অধিকর্তা

সম্পাদক — **শ্রী সুরজিত মণ্ডল,** উপ-অধিকর্তা

শ্রী শঙ্খ মিশ্র, সহ-অধিকর্তা

শ্রী পার্থ দাস, বিশেষ-কর্তব্য আধিকারিক

জেক্সপো - ২০১৯ এবং ভোকলেট - ২০১৯ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন সংসদ দ্বারা গৃহীত রাজ্যের পলিটেকনিক কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা জেক্সপো-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ৩০শে মে, ২০১৯ তারিখে এবং দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির জন্য লিখিত পরীক্ষা ভোকলেট - ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ একই দিনে। ঐ পরীক্ষা দুটির ফল প্রকাশিত হল গত ৬-ই জুন, ২০১৯ তারিখে, পরীক্ষার মাত্র সাত দিনের মধ্যে। আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করলেন সংসদের চেয়ারপার্সন শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী মহাশয় এবং মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিক শ্রীমতী মধুমিতা রায় মহাশয়া। জেক্সপো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ৫৮৮৬৬ জন ছাত্র-ছাত্রী, যার মধ্যে ৪৯৪৮৪ জন ছাত্র এবং ৯৩৮২ জন ছাত্রী। এই পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের নামের তালিকা —

স্থান	নাম	জেলা
প্রথম	সৌহার্দ্য দত্ত	কলকাতা
দ্বিতীয়	ধ্রুব মিত্র	হুগলী
তৃতীয়	সুপ্রিয় শীল	হুগলী
চতুর্থ	শুভ্রজিৎ সাধুখাঁ	হুগলী
পঞ্চম	সারতাজ মামুন	মালদা
ষষ্ঠ	স্বপ্নময় দাস	হাওড়া
সপ্তম	দ্বৈপায়ন গিরি	পূর্ব মেদিনীপুর
অষ্টম	আকাশ চৌধুরী	পশ্চিম মেদিনীপুর
নবম	অঞ্জন কুমার মাহাতা	পশ্চিম মেদিনীপুর
দশম	ঐশি সিংহ	উত্তর ২৪ পরগণা

জেক্সপো-২০১৯ পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন ঐশি সিংহ এবং দ্বিতীয় হয়েছেন সমৃদ্ধি গাঙ্গুলী।

ভোকলেট - ২০১৯ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১০৪২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী, যার মধ্যে ৯৭১০ জন ছাত্র এবং ৭১৪ জন ছাত্রী। এই পরীক্ষায় প্রথম দশজনের নামের তালিকা নিম্নরূপ —

স্থান	নাম	জেলা
প্রথম	রোহন কুমার সিং	বীরভূম
দ্বিতীয়	রূপেশ কুমার সিং	বীরভূম
তৃতীয়	চন্দন ভার্মা	বীরভূম
চতুর্থ	অঙ্কিত কুমার গিরি	বীরভূম
পঞ্চম	সাগর দাস	কলকাতা
ষষ্ঠ	আসমাউল সেখ	কলকাতা
সপ্তম	মোহিত কুমার মাহাতো	পঃ বর্ধমান
অষ্টম	চন্দন গুঁই	ঝাড়গ্রাম
নবম	সপ্তর্ষি দত্ত	কলকাতা
দশম	সৌভিক প্রামাণিক	হুগলী

ভোকলেট - ২০১৯ পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন বাঁকুড়া জেলা থেকে পূজা মাজি এবং দ্বিতীয় হয়েছেন পুরুলিয়া জেলা থেকে রেণুকা মাহাতো।

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের পলিটেকনিক কলেজগুলিতে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য আসন সংখ্যা —

সরকারি পলিটেকনিক		সরকার-পো ষিত পলিটেকনিক		বেসরকারি পলিটেকনিক	
সংখ্যা	আসনসংখ্যা	সংখ্যা	আসনসংখ্যা	সংখ্যা	আসনসংখ্যা
৭৩	১৩৭৬১	৩	৫৬৫	৭৮	২৪৮৮৫

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তির জন্য ঃ

মোট আসন সংখ্যা	—	৩০৫৫
বেসরকারি পলিটেকনিকে আসন সংখ্যা	—	১৮৪৭
সরকারি পলিটেকনিকে আসন সংখ্যা	—	১২০৮

'উৎকর্ষ বাংলা' ভিডিওগ্রাফি কনটেস্ট

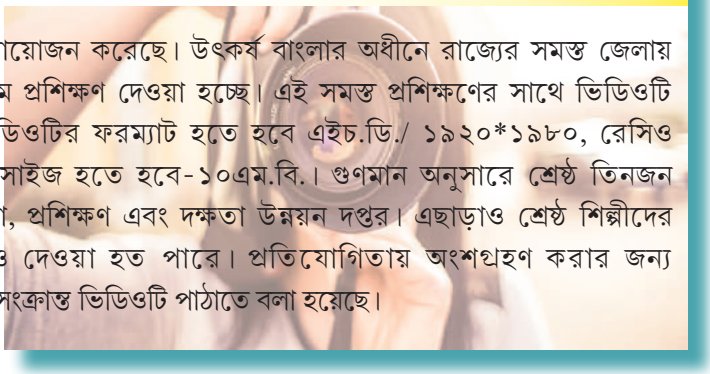

পি.বি.এস.এস.ডি. রাজ্য-ব্যাপী একটি ভিডিওগ্রাফী প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছে। উৎকর্ষ বাংলার অধীনে রাজ্যের সমস্ত জেলায় বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ছেলেমেয়েদের বিভিন্নরকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত প্রশিক্ষণের সাথে ভিডিওটি সম্পর্কিত হতে হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ভিডিওটির ফরম্যাট হতে হবে এইচ.ডি./ ১৯২০*১৯৮০, রেসিও হবে - ১৬:৯, এম.পি.৪/এ.ভি.আই.। ভিডিওটির সবচেয়ে কম সাইজ হতে হবে-১০এম.বি.। গুণমান অনুসারে শ্রেষ্ঠ তিনজন ভিডিওগ্রাফার কে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করবে কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর। এছাড়াও শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের 'উৎকর্ষ বাংলা'-র প্রমোশনাল ভিডিও তৈরীর জন্য সুযোগও দেওয়া হত পারে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য utkarsha.bangla.social2018@gmail.com এই ই-মেলে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ভিডিওটি পাঠাতে বলা হয়েছে।

‘উৎকর্ষ বাংলা’-র নতুন সৃষ্টি “বায়োগ্যাস প্লান্ট ও বায়োস্লারী টেকনিশিয়ান” কোর্স

বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করে আমরা প্রাকৃতিক বর্জ্য থেকে জ্বালানী গ্যাস ও জৈব সার প্রস্তুত করি যা সম্পূর্ণভাবে পরিবেশ উপযোগী। সাধারণত পেট্রোলিয়াম-জাত জ্বালানী ব্যবহার করলে পরিবেশ দুষণকে আমরা রোধ করতে পারি না। কিন্তু বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে যে মিথেন গ্যাস তৈরী হয় তার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ দূষণকারী পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানী ব্যবহার কম করতে পারি আর পরিবেশ রক্ষাকারী ভূমিকা নিতে পারি। পরের পাতায় সারণী ১-এ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মাপের বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণে আর্থিক কি পরিমান লাভ শুধুমাত্র গ্যাস থেকেই হতে পারে। কিন্তু অতীতে বায়োগ্যাস প্লান্টের থেকে যে বায়োস্লারী সার পাওয়া যায় তাকে কিভাবে ও কত মাত্রায় ব্যবহার করে কৃষি ব্যবস্থায় যুক্ত করা যেতে পারে এ নিয়ে বিশদ তথ্য পাওয়া যেত না। নতুন এই কোর্সে সেই সম্বন্ধেও আলোকপাত ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

বায়োস্লারী সারের ব্যবহারীক প্রয়োগ

একটি ৫-৬ সদস্য বিশিষ্ট গ্রামীণ পরিবারের ক্ষেত্রে ২ ঘন মিটার গ্যাস উৎপন্নকারী বায়োগ্যাস প্লান্টই যথেষ্ট, যা তাদের সারা দিনের রান্নার জ্বালানীর গ্যাস সরবরাহ করতে সক্ষম। সাধারণভাবে এইরকম একটি দীনবন্ধু মডেলের বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী করতে আজকের বাজার দর অনুযায়ী ২৫০০০ টাকা খরচ পড়ে। এর মধ্যে এই কারিগরী শিক্ষায় দক্ষ মানবসম্পদের মূল্যও যুক্ত আছে। দেখা যায় যে ঋতুপরিবর্তনের ফলে যেমন শীতকালে গ্যাস উৎপাদন কিছুটা কম হয়। একটি ২ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন বায়োগ্যাস প্লান্ট বছরে প্রায় ১৬০ কিলোগ্রাম গ্যাস উৎপন্ন করে। এই হিসাব শীতকালীন কম উৎপাদনকে হিসাবের মধ্যে ধরে নিয়েই করা হয়। এখন গ্যাসের বর্তমান বাজার মূল্য কেজি প্রতি ৬০ টাকা ধরে একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট বছরে প্রায় ৯৬০০ টাকার সমমূল্যের জ্বালানী গ্যাস তৈরী করে এবং পরিবারটির বাজার থেকে আর কোন জ্বালানী গ্যাস কেনার প্রয়োজন সাধারণভাবে পড়ে না। এবার বায়োগ্যাসপ্লান্টকে প্রতি বছর দেখভালের জন্য অর্থাৎ মেইনটেনান্সের জন্য বাৎসরিক আনুমানিক ৭০০ টাকার প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু নিজেরাই এ বিষয়ে কারিগরী শিক্ষার দ্বারা দক্ষতা লাভ করছেন, কাজেই এই মেইনটেনান্সের কাজটা তাঁরা নিজেরাই করে নিতে পারবেন, ফলতঃ প্রতি বছর ঐ ৯৬০০ টাকাই তাদের লাভ হবে। এই হিসাবে একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরি করার খরচ শুধু গ্যাস ব্যবহার করে ২.৬ বছরে উঠে আসবে। একটি প্লান্ট সাধারণভাবে প্রায় ৩০ বছর কর্মক্ষম থাকে। কাজেই গ্যাস ব্যবহার করে এইরকম একটি প্ল্যান্ট থেকে প্রায় দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকার সমপরিমাণ গ্যাস আজকের বাজার দরে পাওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, যেহেতু পেট্রোলিয়ামজাত গ্যাস পুনর্নবিকরণ যোগ্য নয়, তাই এই গ্যাসের মূল্য কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়বে। অর্থাৎ বর্তমান ক্ষেত্রে গ্যাসের দাম যা ধরা হয়েছে ৩০ বছরে সেই দাম বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ একটি বায়োগ্যাস প্লান্টের বয়সসীমার মধ্যে যে অনুমিত লাভের হিসাব শুধুমাত্র গ্যাস ব্যবহার করে পাওয়া সম্ভব, বাস্তবক্ষেত্রে তার অনেক বেশী লাভ পাওয়া যাবে।

বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট

বর্তমান কোর্সের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল বায়োস্লারীর ব্যবহারে বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ। একথা আজ অনস্বীকার্য যে কৃষি ব্যবস্থায় জমির নতুন নতুন সংযোজন সম্ভব হচ্ছে না। সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাযুজ্য রেখে ফসল উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদে উচ্চফলনশীল জাতের ফসল চাষকে সুপারিশ করা হয় যার অন্যতম প্রধান শর্ত হল, বেশী বেশী সারের ব্যবহার। এখন দীর্ঘদিন ধরে অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাশক্তি, উপকারী জীবাণুদের কার্যকারীতা, জলধারণক্ষমতা ইত্যাদি হ্রাস পাচ্ছে। ফলতঃ গোটা বিশ্বেই জৈব সার ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকাজ করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এমতাবস্থায় বায়োস্লারী সার একটি ভীষণ কার্যকরী জৈব উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল জাতগুলি নির্দিষ্ট মাত্রা ও প্রয়োগ কৌশলে কোন রকম রাসায়ণিক সার ছাড়াই উচ্চ ফলন দিতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রে রাসায়ণিক সারের পুরো খরচটাই কৃষকের সঞ্চয়। এর সাথে যুক্ত করতে হয় আরও একটি কথা, জৈব সার ব্যবহারে মাটির স্বাস্থ্য ও জলধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ফলত সেচের জল কম কেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ফসল ও ফসল চাষের মরশুম এবং জমির অবস্থান অনুযায়ী এই হিসাব বিভিন্ন রকম হয়। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে এক জন কৃষকবন্ধু তার যে কোনো চাষের ১/৫ অংশ অর্থাৎ শতকরা - ২০ ভাগ পর্যন্ত খরচকে কমাতে পারেন, যা সরাসরি তার সুস্থায়ী লাভ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আবার ফসল বিশেষে জমির চরিত্র ও অবস্থান অনুযায়ী বায়োস্লারী জৈব সার ব্যবহার

বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের কিছু অংশ

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পলিটেকনিক পরিদর্শনরত আধিকারিকবৃন্দ

করে দুটি সেচের মধ্যবর্তী সময় ৩-৫ দিন পর্যন্ত বাড়ান যেতে পারে যা সরাসরি ফসল চাষের খরচ কমিয়ে সুস্থায়ী ভাবে লাভ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

উপরোক্ত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণটি সহজে পরিমাপযোগ্য। কিন্তু রাসায়ণিক সার কিম্বা পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানী আমদানি করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করে তার পরিমাণ কমে যাবে যদি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও বায়োস্লারীকে পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করা যায়। এই কর্মকান্ড গোটা দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের উপর সুস্থায়ী প্রভাব ফেলবে। এছাড়া পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানী কিম্বা সারের মূল্য সাধারণ উপভোক্তার নাগালের মধ্যে রাখার জন্য কল্যাণকারী রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের দেশ যে পরিমান ভর্তুকী ব্যয় করে, তার পরিমানও কমে যাবে যদি বায়োগ্যাসপ্লান্ট ও বায়োস্লারী সারকে পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করা তথা ছড়িয়ে দেওয়া যায়। সর্বশেষে বলা যায় যে, আমাদের কাজগুলির একটা পরিবেশগত মূল্য আছে। রাসায়ণিক সার কিম্বা পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানীর পরিবেশগত মূল্য ঋণাত্মক। অর্থাৎ এরা পরিবেশের ক্ষতি করে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনে আমরা একে মেনে নিতে বাধ্য হতাম বা হই। এক্ষেত্রে বায়োগ্যাস বা বায়োস্লারীর পরিবেশগত মূল্য কিন্তু ধনাত্মক। অর্থাৎ এগুলি পরিবেশ উপযোগী। কাজেই সবুজ শক্তির ভান্ডার হিসাবে তাই জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী এই বায়োগ্যাস প্লান্ট। একটি ২ ঘনমিটার দীনবন্ধু মডেলের বায়োগ্যাস প্লান্ট বছরে প্রায় ১০০০০ কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমমানের জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী।

কাজেই বায়োগ্যাস প্লান্ট ও বায়োস্লারী সারের ব্যবহার একদিকে যেমন অধিকাংশ ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষকের অর্থনৈতিক লাভ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে, সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে এবং মাটি, জল, বায়ু তথা সমগ্র জীবজগতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সুস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

সারণী - ১

দীনবন্ধু মডেল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট নির্মাণের খরচ এবং প্রতি প্ল্যান্ট থেকে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব

বায়োগ্যাস প্লান্ট (ঘন মিটার)	প্লান্ট নির্মাণের জন্য খরচের হিসাব (টাকা)	প্রতি মাসে উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ (কে. জি.)	ঋতুপরিবর্তনের ফলে প্রতি বছর গ্যাসের ঘাটতির পরিমাণ (কে. জি.)	প্রতি বছর উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ (কে. জি.)	গ্যাসের বর্তমান বাজার দর প্রতি কে. জি.-তে (টাকা)	উৎপাদিত গ্যাস থেকে প্রতি বছর আয়ের পরিমাণ (টাকা)	মেইনটেনান্স বাবদ প্রতি বছর খরচ (টাকা)	প্রতি বছর নিট লাভ (টাকা)
১	১৬০০০.০০ (৩ ইঞ্চি গাঁথনির জন্য)	৭.৫	১০.০	৮০.০	৬০.০০	৪৮০০.০০	৫০০.০০	৪৩০০.০০
২	২৫০০০.০০ (৩ ইঞ্চি গাঁথনির জন্য)	১৫.০	২০.০	১৬০.০		৯৬০০.০০	৭০০.০০	৮৯০০.০০
৩	৩৭০০০.০০ (৩ ইঞ্চি গাঁথনির জন্য)	২২.০	৩০.০	২৩৪.০		১৪০৪০.০০	১০০০.০০	১৩০৪০.০০
৪	৬০০০০.০০ (৫ ইঞ্চি গাঁথনির জন্য)	৩০.০	৪০.০	৩২০.০		১৯২০০.০০	১৩০০.০০	১৮৯০০.০০
৬	৮৫০০০.০০ (৫ ইঞ্চি গাঁথনির জন্য)	৪৫.০	৬০.০	৪০০.০		২৮৮০০.০০	২০০০.০০	২৬৮০০.০০

বক্তব্য রাখছেন দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া

মহিলাদের ক্ষমতায়ণে PBSSD এবং FICCI-র মহিলা সংস্থাগুলির একসাথে কাজ করার জন্য মৌ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার অনুষ্ঠান।

ফিকি লেডিজ অর্গানাইজেশন-এর চেয়ারপার্সন শ্রীমতী জ্যোতি জৈনের সঙ্গে দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া এবং শ্রীমতী মধুমিতা রায় মহাশয়া

কারিগরী ভবনে ওয়াল-আর্ট

কারিগরী ভবন সৌন্দর্যায়নের সাথে 'উৎকর্ষ বাংলা'-র অধীনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, ডি.ডি.ইউ.জি.কে.ওয়াই. এবং দপ্তরের পরিচালনাধীন নানারকম দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগের ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পি.বি.এস.এস.ডি. দেওয়াল শিল্পকার্যে সক্রিয় উদ্যোগী হয়েছে। কারিগরী ভবনের প্রধান প্রবেশপথের পাশে তিন দেওয়ালে অসামান্য শিল্পের নিদর্শন রেখেছেন শিল্পী শ্রী শুভদীপ ঘোষ এবং শ্রী সায়ন্তন্ম বসু। দপ্তরের পক্ষ থেকে এই দুই চিত্র-শিল্পীকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

'উৎকর্ষ বাংলা' আয়োজিত রাজ্যব্যাপী ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা

'উৎকর্ষ বাংলা'-র অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট (পি.বি.এস.এস.ডি.) গত মার্চ মাসে রাজ্যব্যাপী একটি ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। পি.বি.এস.এস.ডি. -র সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে আদান প্রদান এবং অংশগ্রহণ আরো জোরদার করে তোলা ছিল এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য। ''দক্ষতা উন্নয়ন'' বিষয়বস্তু কে অবলম্বন করে বাস্তবভিত্তিক ছবি তোলার জন্য উৎসাহিত করাও ছিল প্রতিযোগিতার আরেকটি উদ্দেশ্য। সমস্ত নথীভুক্ত প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা এবং প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রায় ৭৫০ টি উন্নতমানের ছবি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিচারকদের ঝারাই-বাছাই এর পর কুড়িটি ছবি বিবেচনাধীন থাকে যার মধ্যে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী বেছে নেওয়া হয়। প্রথম হয়েছে শ্রী রিতিনকার সরকার -ম্এর ছবি, এবং দ্বিতীয় হয়েছে শ্রীপল্লব প্রামাণিক -এর ছবি এবং তৃতীয় হয়েছে শ্রী সায়র মুখার্জী -এর ছবি।

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি

গত ২৯শে মে, ২০১৯ তারিখে দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীমতী রোশনি সেন মহাশয়া কারিগরী ভবনের প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃতি ফটোগ্রাফারদের পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করেন।

তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি

দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের কিছু কার্য-কলাপ ঃ এক নজরে

অঙ্গারকাটা পারোদুবি উচ্চ বিদ্যালয়ের বৃত্তিমূলক শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাভাঙা সরকারি আই.টি.আই. পরিদর্শন

টালিগঞ্জ আই.টি.আই.-এ অল্ ইন্ডিয়া স্কিল্ কম্পিটিশনের জন্য বিশেষ ট্রেনিং কোর্সের উদ্বোধন

হাওড়া আই.টি.আই.-এ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

টালিগঞ্জ আই.টি.আই.-এ ট্রেনিং অফ্ ট্রেনার্স প্রোগ্রাম।

কারিগরী ভবনের সাপোর্টিং স্টাফদের জন্য রিকগনিশন অফ্ প্রায়র লার্নিং ট্রেনিং প্রোগ্রাম

বিদ্যালয় শিক্ষার বৃত্তিকৃত্যায়ন স্কিমের অধীনে রিটেল সেক্টরে অতিথি অধ্যাপকদের শিক্ষাদান কর্মসূচী। স্থান-চকদ্বিপ উচ্চ বিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

বিদ্যালয় শিক্ষার বৃত্তিকৃত্যায়ন স্কিমের অধীনে রিটেল সেক্টরে অতিথি অধ্যাপকদের শিক্ষাদান কর্মসূচী। স্থান-ভাগিলাটা উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য দ্বিচক্রযান চালানোর প্রশিক্ষণ

ব্রিটিশ কাউন্সিলের দ্বারা পরিচালিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণে -পলিটেকনিকের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

বিদ্যালয় শিক্ষার বৃত্তিকৃত্যায়ন প্রকল্পে রিটেল সেক্টরের ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্পসংস্থা পরিদর্শন। স্থান-রিলায়েন্স্ ট্রেন্ডস্, বর্ধমান শহর

সরকারি এবং সরকার পোষিত পলিটেকনিকের ২০১৯ ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ

বিদ্যালয় শিক্ষার বৃত্তিকৃত্যায়ন প্রকল্পে রিটেল সেক্টরে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের খাদিম-এর শোরুম পরিদর্শন। স্থান মাদারিহাট

হেল্‌থ্‌ কেয়ার সেক্টরে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণদাতা নির্বাচনের জন্য সাক্ষাৎকার পর্ব

বিদ্যালয় শিক্ষার বৃত্তিকৃত্যায়ন প্রকল্পের অধীনে অটোমেটিভ সেক্টরের প্রশিক্ষণার্থীরা শিল্পসংস্থা পরিদর্শন করছেন নদীয়ার হাবিবপুরে

প্রশ্নোত্তরে ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(ঘন ঘন জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ ও উত্তরমালা)

(আগের সংখ্যার পর)

প্রশ্ন - ১৩ ঃ ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওর্য়াক (এন.এস.কিউ.এফ.)-এর উদ্দেশ্যগুলি কি কি?

উত্তর ঃ

- ভারতীয় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বৈচিত্র্য-র সমন্বয় বিধান করা।
- পেশাদারি জ্ঞান, দক্ষতা এবং প্রবণতার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক স্তরের জন্য যোগ্যতার একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি নির্ধারণ করা এবং তার বাস্তবায়ন করা, ফলাফল নির্ভর যোগ্যতা নির্ণায়ক এই মূল কাঠামোটি যাতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় তার ব্যবস্থা করা।
- শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বিভিন্নরকম প্রগতির ধারাগুলিকে একই প্রবাহপথে নিয়ে আসা যাতে মানবসম্পদের যোগ্যতা ক্ষেত্রে প্রবেশ ঘটে এবং পরবর্তিতে তারা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের একটি ক্ষেত্র থেকে আরেকটিতে খুব সহজে যাতায়াত করতে পারে। এর সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের একটি থেকে আরেকটিতে জায়গা করে নিতে পারে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়াও এন.এস.কিউ.এফ.-এর উদ্দেশ্য।
- যোগ্যতার প্রাতিষ্ঠানিক শংসাপত্র নাই অথচ নিজে নিজে আগেই কাজ শিখেছেন, কাজের অভিজ্ঞতা আছে এরকম মানবসম্পদের রিকগলিশান অফ প্রায়র লার্নিং (আর. পি.এল.)-এর মূল্যায়ণের মাধ্যমে শংসাপত্র দিয়ে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও এন.এস.কিউ.এফ.-এর লক্ষ্য।
- জাতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মানের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানো এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে সহায়তা দেওয়ার জন্য কাজ করা এন.এস.কিউ.এফ.-এর একটি উদ্দেশ্য।
- আর্ন্তজাতিক মানদন্ড অনুযায়ী দক্ষতা সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরী ক'রে ভারতীয় কর্মশক্তিকে বিশ্বব্যাপী গতিশীল ক'রে তোলাও এন.এস.কিউ.এফ.-এর লক্ষ্য।

প্রশ্ন - ১৪ ঃ ন্যাশনাল অকুপেশ্যানাল স্ট্যান্ডার্ড (এন.ও.এস.) কি ?

উত্তর ঃ ন্যাশনাল অকুপেশ্যানাল স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ জাতীয় পেশাগত মান, কর্মক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট কাজ করার ব্যাপারে কর্মির কর্মদক্ষতা, জ্ঞান এবং কাজটি সে কতটা বোঝে তার মান নির্ধারণ করে।

প্রত্যেকটি এন.ও.এস. কোন কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রে একটি প্রধান কাজ ঠিক ক'রে দেয়। যেমন ধরা যাক একজন সেল্‌স্ অ্যাসোসিয়েট-এর কাজের জন্য এন.ও.এস. হ'তে পারে — 'খরিদ্দার যাতে সঠিক জিনিসটা পছন্দ করতে পারে সেই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা'।

প্রশ্ন - ১৫ ঃ কোয়ালিফিকেশন প্যাক (কিউ.পি.) কি?

উত্তর ঃ কোন একটি কাজের প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত অনেকগুলি এন.ও.এস.-এর সমাহারকে কোয়ালিফিকেশন প্যাক্ বলে। শিল্পক্ষেত্রের প্রত্যেকটি শাখার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি কাজের প্রকৃতি অথবা কাজ করার জন্য যে ভূমিকা কর্মিকে নিতে হয় তার থেকে পাওয়া যায় কোয়ালিফিকেশন প্যাক। পাঠ্যক্রম তৈরীর জন্য এবং মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশ এই কোয়ালিফিকেশন প্যাক থেকে পাওয়া যায়। কাজের জগতে কর্মির ভূমিকা নির্ভর করে কাজটি কোন দক্ষতাস্তরের কর্মি দাবি করে তার উপর। আবার অন্যদিকে সেই কর্মির ভূমিকা এন.এস.কিউ.এফ.-এর সাথে সাযুজ্য রেখে নির্ধারিত হতে হবে।

প্রশ্ন - ১৬ ঃ জব রোলস্ বা কাজের ভূমিকা সমূহ কি?

উত্তর ঃ একটি নির্দিষ্ট 'কাজের পরিবার'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রকমের কাজ বর্ণিত হয় কাজের ভূমিকা দ্বারা। যেমন ধরা যাক একটি 'কাজের পরিবার' হল — ইনফরমেশন টেকনোলজি বা তথ্য প্রযুক্তি। এই পরিবারে একজন কর্মীর একক ভূমিকা হতে পারে — আই.টি.ম্যানেজার, ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা সিস্টেম অ্যাডমিনিস্টেটর হিসাবে। আবার এই প্রত্যেকটি একক ভূমিকার সাথে যুক্ত থাকে একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট কর্মভূমিকা। আবার ধরা যাক একজন কর্মীর 'কাজের পরিবার' হল — এক্সিকিউটিভ্। এই 'কাজের পরিবার'-এ সেই কর্মির একক ভূমিকা হতে পারে— ডাইরেক্টর বা ভাইস প্রেসিডেন্ট বা চিফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে। এই প্রত্যেকটি একক ভূমিকার সাথে যুক্ত থাকে একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট কর্মভূমিকা। একক কর্ম ভূমিকার সাথে যুক্ত থাকে একটি বা একাধিক পারদর্শিতা যা ঐ কর্মভূমিকার জন্য সুনির্দিষ্ট। অর্থাৎ ঐ ভূমিকা পালন ক'রে সুচারুভাবে কর্মসম্পাদনের জন্য ঐ সমস্ত নির্ধারিত পারদর্শিতা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

একটি কর্মভূমিকার এইরকম পারদর্শিতা নির্ভর চিত্র থেকে কোন একজন কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা নিয়মানুগভাবে এবং সঠিকভাবে তুলনা করা যায়, যার প্রতিফলন ঘটে শূণ্যস্থান বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে।

(ক্রমশঃ)

আইনগত সচেতনতা শিবির

কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সাড়া দিয়ে গত ১৯-শে মার্চ, ২০১৯ তারিখে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা লিগ্যাল সার্ভিসেস অথোরিটি আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস পলিটেকনিক, বেড়াচাঁপা কলেজ প্রাঙ্গনে একটি আইনগত সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য ছিল পলিটেকনিকের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীবৃন্দের মধ্যে নারী পাচার, যৌন নির্যাতন এবং র‍্যাগিং-এর মত আইনগত অপরাধগুলি প্রতিরোধের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরী করা। রাজ্য সরকার-এর পক্ষ থেকে বিনা খরচায় যে সমস্ত আইনগত সাহায্য এবং পরিষেবা জনগণের জন্য প্রদান করা হয়-সে বিষয়ে আলোকপাত করেন অনেক প্রখ্যাত আইন বিষয়ক বিশেষজ্ঞ। উত্তর ২৪ পরগণার মাননীয় জেলা বিচারক তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ হওয়ার আহ্বান জানান।

শিবিরে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শিবিরে বক্তব্য রাখছেন আইন বিশেষজ্ঞ

পঞ্চম আর্ন্তজাতিক যোগ দিবস উদ্‌যাপন, পলাশী হেমাঙ্গিনী সরোজিনী বিদ্যামন্দির (বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শাখা)

কারিগরী শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তর,
প.ব. সরকার, কারিগরী ভবন, বি/সেভেন,
অ্যাকশান এরিয়া-তিন, রাজারহাট-নিউটাউন,
কলকাতা - ৭০০ ১৬০ থেকে
প্রকাশিত এবং সঞ্চালিত।
ওয়েবসাইট - www.wbtetsd.gov.in
দূরাভাষ - (০৩৩) ২৩৪০ ৩৫৮৬
অলঙ্করণ ও মুদ্রণে- প্রিন্টয়েড